দৈনিক জনকণ্ঠ

AUG 29 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

রাবিতে শিবির ক্যাডার ও পুলিশের হামলা লাঠিচার্জ ॥ ছাত্রজোট নেতাকর্মী ও সাংবাদিকসহ আহত অর্ধশত

জামিউল আহসান সিপন, রাবি থেকে ॥ বুধবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টরিয়াল বডির উপস্থিতিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর শিবির ক্যাডার ও পুলিশের হামলা, দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার ঘটনায় ক্যাম্পাস ছিল রণক্ষেত্র। প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী একতরফা হামলা ও পুলিশের লাঠিচার্জে ২ সাংবাদিকসহ অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। আহতদের রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও নগরীর ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। হামলা চলাকালে পুলিশ বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী রাজশাহী জেলার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নেতা মাহফুজুল হাসনাইন হিকোলকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে, ক্যাম্পাসে পুলিশ ও শিবির ক্যাডার কর্তৃক দুই সাংবাদিককে আহত ও লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে বিকালে রাজশাহীর সাংবাদিক সমাজ বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ এবং প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতৃবৃন্দ মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্যাম্পাসের সূত্রগুলো জানায়, মঙ্গলবার প্রগতিশীল ছাত্রজোটের ছাত্রীদের ওপর শিবির ক্যাডারদের বর্বর হামলার প্রতিবাদে ওই দিন গভীর রাত থেকে ৪টি ছাত্রী হলে ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে। বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় প্রায় দু'শ' ছাত্রী ৪টি হল থেকে মিছিল সহকারে রবীন্দ্র বাণিজ্য ভবন সংলগ্ন স্থানে সমবেত হতে থাকে। প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ক্যাম্পাসের শত শত সাধারণ ছাত্রছাত্রী সমাবেশে অংশ নেয় এবং প্রক্টরের পদত্যাগ ও ছাত্রীদের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। সমাবেশ চলাকালে প্রক্টর, সহকারী প্রক্টরবৃন্দ, পুলিশ ও সশস্ত্র শিবির ক্যাডাররা জোটের নেতাকর্মী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলা চালায়। হামলা চলাকালে মুহূর্তের মধ্যে পুরো ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ ও শিবির ক্যাডারদের যৌথ হামলায় ঘটনাস্থলে ২০ ছাত্রছাত্রী আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, হামলা চলাকালে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী চত্বরে বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনু ও জামায়াতের রাজশাহী মহানগর আমির আতাউর রহমান শিবির ক্যাডারদের অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে থাকলে ঘটনাস্থল থেকে সশস্ত্র শিবির ক্যাডাররা মিছিল সহকারে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশে হামলা চালালেও ওই দুই রাজনৈতিক নেতা ছিলেন নীরব দর্শক। পুলিশ ও শিবির ক্যাডারদের হামলায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রক্টরের পদত্যাগের দাবি করে স্লোগান দিতে

(৭- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

রাজশাহী ভার্সিটিতে শিবির ও পুলিশের তাণ্ডব—ক্লকওয়াইজ ঃ ছাত্রজোটের মিছিলে পুলিশ ও শিবির কর্মীদের এ্যাকশন, ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল, পুলিশ ও শিবিরের বাধা, পুলিশের সঙ্গে ছাত্রজোট নেতৃবৃন্দের বাকবিতণ্ডা, এক ছাত্রনেতাকে লাঠিপেটা করে পায়ের তলে ফেলে নির্যাতন, শিবিরের পিটুনিতে আহত ফটোসাংবাদিক, ভিসির বাড়ির সামনে ছাত্র কর্মীকে শিবিরের মারধর ও সাংবাদিকদের বিক্ষোভ মিছিল

—জনকণ্ঠ

রাবিতে শিবির ক্যাডার

(৮-এর পাতার পর)

দিতে ফোকলোর চত্বরের দিকে এগিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানায়, এ সময় প্রক্টর নূরুল আবছার ও সহকারী প্রক্টরবৃন্দ সাদা মাইক্রোবাস থেকে নেমে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ধাওয়া করেন। ধাওয়া করার এক পর্যায়ে প্রক্টর ঘটনাস্থলে কর্মরত জনকণ্ঠের রাবি সংবাদদাতাকে জাপটে ধরেন। উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে প্রক্টর সাংবাদিকের নিকট থেকে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। প্রক্টর সাংবাদিককে জনকণ্ঠে শিবিরের বিরুদ্ধে নিউজ করার জন্য অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও ছাত্রত্ব কেড়ে নেয়ার হুমকি দেয়। ওদিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ফোকলোর চত্বরে সমাবেশ করে প্রক্টরের পদত্যাগের দাবি করে স্লোগান ও বক্তব্য দিতে থাকে। তাৎক্ষণিকভাবে ওই সমাবেশে গণযোগাযোগ বিভাগের শিক্ষক ড. কাবেরী গাইন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাজিদ সিরাজ শুভ প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ শেষে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা মিছিল সহকারে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটি উপাচার্যের বাসভবনের সামনে পৌছালে পুলিশের ব্যারিকেডের মুখে আটকে যায়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙ্গার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি ও সংঘর্ষ বেধে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এ সময় প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর শিবির ক্যাডারদের নিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় কয়েক শিবির ক্যাডারের হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী পুলিশ ও শিবির ক্যাডারদের যৌথ হামলায় ঘটনাস্থলে সীমা, তুলি, নাসির উদ্দিন, হামিদুল ইসলাম, মুরাদ মোর্শেদ, টিটো, উজ্জ্বলসহ ৩০ জন আহত হয়। হামলায় রোকন, তুহিন (বহিরাগত), রবি, তৌফিকসহ ১৫/২০ শিবির ক্যাডার লাঠিসোটা নিয়ে সাংবাদিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত অবস্থায় আজকের কাগজের ফটো সাংবাদিক নজরুল ইসলাম জুলুকে শিবির ক্যাডাররা বেধড়ক লাঠিপেটা ও ক্যামেরা ভাংচুর করে। এ সময় ঘটনাস্থলে মতিহার থানা পুলিশ (এসি) হাবিব ছিল নীরব দর্শক। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানায়, প্রক্টর শিবির ক্যাডারদের ডেকে এনে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেয় কাদেরকে পেটাতে হবে। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষের পর শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আবারও মিছিল সহকারে ফোকলোর চত্বরে সমাবেশ করে। ঘটনার পরপরই ক্যাম্পাসের সকল ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে গণযোগাযোগ বিভাগের সভাপতি ড. দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস সাংবাদিকদের জানান, আহত ছাত্রছাত্রীদের হাসপাতালে পাঠানোর জন্য এ্যাম্বুলেন্স চেয়ে প্রক্টর দফতরে ফোন করলে সেখানে কর্তব্যরত সহকারী প্রক্টর জানান, "ছাত্রছাত্রীদের হাসপাতালে নয়, গোরস্তানে পাঠান।"

হামলার পরপরই ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত দাঙ্গা পুলিশ ও মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিকালে সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজশাহী সাংবাদিক সমাজ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশে সাংবাদিকরা ৭ দিনের আল্টিমেটাম দিয়ে ৪ দফা দাবি ঘোষণা করেছে। দাবিগুলো হলো– অবিলম্বে প্রক্টরের পদত্যাগ, পুলিশের মতিহার এসি হাবিবের অপসারণ, শিবির ক্যাডারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান এবং জামায়াতের পক্ষে প্রচারণামূলক সকল সংবাদ পরিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা। একই সময়ে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, ছাত্রীদের হামলার যথোপযুক্ত বিচার ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করা হয়। ক্যাম্পাসের শিবির ক্যাডার ও পুলিশের যৌথ হামলার ব্যাপারে প্রক্টর নূরুল আবছারের সঙ্গে বিকালে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বাড়ি থেকে বলা হয়, তিনি ঘুমাচ্ছেন। এদিকে ক্যাম্পাসে এই ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্রলীগ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, অনুশীলন নাট্যদল, এ্যাসোসিয়েশন অব কালচারাল এডুকেশন (এস), উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখা।